নারীবাদ এবং সমানাধিকার

-বিপ্লব

নন্দিনীদেবীর লেখার ভাষা বুঝলাম। নারী, পুরুষের সমানাধিকার চাই। কিন্তু মানেটা বুঝলাম না!

সম্পাদিকা বলছেন এটা তাত্ত্বিক হওয়ার দোষ। আমারও তাই মনে হচ্ছে। অঙ্কে মিলছেনা বলে আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলি।

নারীবাদী গনিতঃ

সমান মানে কি ? ২=২ বলতে আমরা কি বুঝি?

২+২=৪ বলতেই বা কি বোঝায়?

দুটো গরু + দুটো নদী = চারটে কি?
দুটো গরু+দুটো গাধা=চারটে.....?

তাহলে
দুটো গরু = দুটো ছাগল কখন হয়?

হয়। হয়। আবেগে হয়। দুই সংখ্যাটা দেখা যায়। টেবিল না চেয়ার সেটা দেখা যায় না। সেটাই হচ্ছে নারীবাদী সমান চিহ্ন = !

নন্দিনীদেবী দেখাতে পারবেন ইতিহাসে কখনো কোথাও নারী পুরুষের সমান অধিকার ছিল?

পোস্টমর্ডান দৃস্টিভংগী ছারা, নারী পুরুষের দ্বন্দের বিশ্লেষন সম্ভব নয়। সমান

আধিকার কথাটি অর্থহীন এবং প্রলাপ। এর অস্তিত্ব আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

অঙ্কের ভুলঃ

হতেই পারে। হয়ত আমার অঙ্ক ভুল। তাই আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম।

-নারী পুরুষের সমানাধিকার মানেটা কি?

-ভুল ভাল না বকে বোতলটা স্টেরিলাইজ করো। সংসারে কাজের বেলাই খোঁজ নেই, নারীবাদী সমানাধিকার নিয়ে জ্ঞান দিতে বসেছে......

- বসিনি, লিখছি। তাছারা তুমি বললেই তো কাজটা করে দিই

-বলতে হবে কেন? সংসারটা আমার না তোমার? নিজের সংসারের জন্য কোন ভাবনা চিন্তা নেই। আর কিছু বললেই বলবে, কেন, সবই তো করে দিচ্ছি! কোন কাজটা নিজে ভেবে কর?

- তা করি না বটে। তবে বলতে পারবে না এক সময় করতাম না। তাতে কুরুক্ষেত্র অভিনীত হত বেশী-কাজ এগোত কম। তাই ওটাকে তোমার ডিপার্টমেন্টে ছেরে দিয়েছি।

-তা কোন কাজটা নিজে ঠিক করতে শুনি-একটা ক্যামেরা পর্যন্ত ঠিক ঠাক কিনতে পারো না। সেটা পর্যন্ত আমাকে গিয়ে চেঞ্জ করতে হলো!

এখানে বিতর্ক চলে না-একটা ক্যামেরার মডেল পরিবর্তন কি করে আমার চিন্তাদৈন্যতার সাক্ষী-সাবুদ হতে পারে, সেটা নিয়ে যুক্তিবাদি পথে পা না বাড়ানোই ভালো। আরিস্টটলের কাছে পিঠে গুহা ছিল। বৌয়ের তাড়া খেয়ে, সেখানেই নতুন নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছেন এই মহাদার্শনিক। আমার কাছে শুধু মাত্র গাড়ীর গ্যারাজ আছে। যুক্তিবাদের যুদ্ধে শহিদ হয়ে সেখানে নতুন চিন্তা ভাবনার জন্ম দেব, সে আশাই সেগুরে বালি। ঠান্ডা আর গাড়ীর আওয়াজ। এতএব পুরুষের জন্য কথাসাহিত্যিকের পথই সংসারে শ্রেষ্ঠ পথ।

-১০০% ঠিক, সেই জন্য তুমি আমার সংসারের জন্য ভাবছো, আমি ভাবছি জগৎ সংসারের জন্য।

-শুধু বাজে কথা। একটা মতামত দিলেও তো পারো! মুখ গুঁজে লিখবে, আর কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ করে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় রোবটের সাথে ঘর করছি।

-পুরুষের হ্যাঁ, না তে কিছু যায় আসে? একটা লিস্ট ধরিয়ে দাও। তাতে লেখা থাকবে, এখানে হ্যাঁ, এখানে না। লিস্ট দেখে বলে দেব।

পুরুষের জন্য সমানাধিকার বলতে যা বুঝি, সেটা সহজ সরল সত্য। বৌয়ের ইয়েস ম্যান হয়ে যাও। নইলে আমার লেখালেখির বারোটা বেজে যাবে।

অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির ব্যাপার। অধিকারের ভাগ হয়, মাছের বাজারের দরাদরি করে। যে সম্পর্ক ভেঙে, যত সহজে বেরোতে পারে, সেই জেতে। সেটাই দরদামের নিয়ম।

আমার স্ত্রীর হাতে সংসারের অধিকাংশ দ্বায়িত্ব । নইলে চিন্তামুক্ত হয়ে আমার লেখা সম্ভব নয়। স্বভাবতই অধিকারের পাল্লাটা তার ঘারেই ভারী, কারণ সাংসারে আমি তার ওপর অনেক বেশী নির্ভরশীল।

আমাদের ভারতীয় সমাজে,মেয়েদের কাছে ডিভোর্স স্টিগমা, কলঙ্ক-অর্থাৎ তার দরদাম করার ক্ষমতা কম। আর ছেলেদের বিয়ে ভাঙা? ফার্নিচার বদলানো। সেটাই পুরুষ ক্ষমতার চাবিকাঠি।

তার মানে কি এই, ডিভোর্স আইন ক্যালিফোর্নিয়ার মতন হওয়া উচিত? এখানে ডিভোর্স মেয়েদের জন্য পুরস্কার, পুরুষের জন্য ব্যাঙ্করাপ্টসি-ফতুর হওয়ার জাঁতাকল। কারণ এবং যুক্তি ছারাই স্বামীর অর্ধের সম্পতি নিয়ে বিয়ে ভাঙতে পারে। এবং যখন খুশি, যেমন খুশি!

এতে মেয়েদের অধিকার রক্ষিত হয়েছে বটে-কিন্তু অবিবাহিত মেয়েদের জীবন হয়েছে দুর্বিসহ! চেনা জানা যত আমেরিকান ব্যাচেলর জানি, অধিকাংশই এশিয়ান বা রাশিয়ান মেয়ে খুঁজছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করলেই অর্ধেক সম্পতি এবং সন্তান নিয়ে যবে খুশি ভেগে যাবে। ফলে ভরসা পাচ্ছে না এবং এশিয়ান ভ্যালুসিস্টেমকেই নিজেদের জেনেটিক কোড টেকাতে গুরুত্ব দিচ্ছে!

ফলে এখানে প্রতি তিন বা চারটি বিবাহযোগ্য মেয়ে প্রতি পাওয়া যাচ্ছে একটা ছেলে। হাত পা, পুরুষাঙ্গা আছে এই পর্যন্ত। (তথ্যটা আমাদের মহিলা কলিগরা আমাকে দিয়েছেন)। এবং মেয়েরা খুবই হতাশ! মোদ্দা কথা, ডিভোর্স আইনের ধাক্কায় গোয়ালে গরু ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

এবার ভারতের দিকে তাকানো যাক। গত দুই দশকে অবাধে কন্যা সাফাই হয়েছে। ব্যাপারটা এমন-প্রথম সন্তান পুত্র হলে অধিকাংশই দ্বিতীয় সন্তান নেন নি। অথচ প্রথম সন্তান কন্যা হলে, প্রায় সবাই পুত্র লাভের আশায় দ্বিতীয় সন্তান নিয়েছেন। পুত্র সন্তানের ক্রেজ এমন, অনেকেই চিনি যারা নবম বা দশম সন্তানে গিয়ে পুত্র পেয়েছেন।

ফলে খোদ বঙ্গেই, প্রতিটি বিবাহযোগ্য নারীপ্রতি পাণিপার্থি দুটি পুরুষ। আমার বৃহত্তর পরিবারে যা দেখছি, তা আগে কখনো দেখি নি। অন্য কেও দেখে নি। মেয়েদের জন্য গাদা গাদা ভালো সম্পর্ক। বাজারদর দেখে তারাও এখন সিলেক্টিভ! মানে তাদের আর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তারাও ডাক্তার ইঞ্জিয়ার ছেলেদের দেখতে ভালো নয় বলে বাতিল করছে। কারণ অর্থনীতির দৌলতে ভারতে এখন গাদা গাদা সদুপায়ী ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার।

অন্যদিকে ছেলেদের অবস্থা করুন। যাদের ভালো চাকরী , অনেক খোঁজার পর তাও পাত্রী জুটছে। তবে আগের মতন অবস্থা নেই। ভালো চাকুরীরত মানে, মেয়ের বাবারা পায়ে পড়ে থাকবেন বা সে বললেই বিয়ে হয়ে গেল এমন নয়। পাত্রীর হাতে অনেক ভালো পাত্র, এবং বেশ কিছু 'রিজেকশন' জোটার পরই সুপাত্রদের বিয়ে হচ্ছে!

বাকীদের কথা না বলায় ভালো। উপন্যাস লিখে ফেলতে পারি। ভালো ব্যবসারত বেশ কিছু বন্ধু এবং ভায়েরা দুই তিন বছর আপ্রাণ চেস্টা করার পর, হতাশ হয়ে হাল ছেরে দিয়েছে। অর্থাৎ জেনেটিক কোড রক্ষার লড়াইয়ে পরাজিতর দলে নাম লেখানো। অবাধ কন্যা সন্তান হত্যার দায়ে পিতৃতন্ত্রকে প্রায়শ্চিত্ব করতেই হত। নব প্রজন্মের ৫০% ভারতীয় পুরুষ তাদের জেনেটিক কোড টেকাতে পারবে না -কারণ তাদের জন্য যেসব মেয়েদের জন্মানোর কথা ছিল, পিতৃতন্ত্রের হাতে আজ তারা মৃত।

এই পরাজিত পুরুষদের জেনেটিক কোড টেকানোর জন্য একটাই উপায় আছে। মেয়েদের বহুবিবাহ আইনসম্মত করতে ভারতীয় পার্লামেন্টে লবি করা। সেটাই হবে পিতৃতন্ত্রের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত!

অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রন করেছে এবং করছে। এবং আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, ভারতে মধ্যবিত্ত মেয়েরা, আমেরিকান মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী সুখী এবং সার্থক । মনে রাখবেন ভারতে, মহিলা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং উকিলদের অনুপাত আমেরিকার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ গড়ে ভারতীয় মেয়েরা পেশাগত জীবনেও আমেরিকানদের চেয়ে এগিয়ে আছে! তাহলে মেয়েদের অধিকার আমাদের সমাজে কম কি সে?

আগের লেখায় গোলডবার্গের তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেছিলাম মেয়েরা অধিকার হারায় তাগিদের অভাবে । এব্যাপারে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। আমার মা স্কুল এবং সংসারে কঠোর পরিশ্রম করেন। কেও যদি তাকে বলে ওমুক মেয়েটা অত্যাচারিত হচ্ছে, উনি বলবেন, এই মেয়েগুলোর যখন পড়াশোনার কথা তখন সোপ-সিরিয়াল দেখে গপ্পো মেরে সময় কাটাবে। এখন কাঁদলে হবে?

মা যেটা বলতে চাইতেন, সেটা আমিও খুব খাঁটি কথা বলেই মনে করি। সংসারে প্রত্যেককে স্বীয় কর্মবলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই জন্যই মায়ের বক্তব্য ছিল মেয়েরা পরিশ্রম করে নিজেদের পায়ে না দাঁড়ালে, কেও তাদের বাঁচাতে পারবে না। পারিবারিক লিঙ্গ ভিত্তিক অধিকার বিন্যাসে আইন চলে না-চলে স্বনির্ভরতা। মানে দরদাম করার ক্ষমতা। অধিকার অর্জনে মেয়েদের জন্য কান্না বা মেয়েদের কান্না উভয়ই গল্প এবং সময় নস্ট। আসলে তিন দশক আগে অতিরক্ষনশীল পরিবার থেকে, প্রচন্ড পরিশ্রম এবং প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে মা পদার্থবিদ্যার শিক্ষিকা হয়েছিলেন। সেইজন্য স্বামীর হাতে কোন মেয়ে

অত্যাচারিত হয়েছে শুনলে, তিনি সমাজের দোষ দেখতেন না। দোষ দিতেন মেয়েটিকে এবং তার পরিবারকে। যে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কোন চেস্টা করে নি এবং বিয়ের খোয়াব দেখে শুয়ে বসে কাটিয়েছে। তার বাবা মাও ভেবেছে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই কর্তব্য শেষ!

অর্থাৎ যে জৈবিক কারণে মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ কম সেখানে আঘাত হানো। জোরসে। বোঝাতে হবে, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে, সন্তান সন্ততি তো দূরের কথা, যখন খুশি খুন হয়ে যেতে পারে।

অর্থাৎ ছাত্রীজীবনে শুয়ে বসে কাটালে, ভবিষ্যতে সে খাটের ওপর শোবে, না কবরে তলায় শোবে তার কোন গ্যারান্টি নেই।

ক্যালিফোর্নিয়া
১/৫/০৬